জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১১ জানুয়ারী (বুধবার)
[সময়কালঃ ১১.০১.২০২৩-১৫.০১.২০২৩]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১১ জানুয়ারী ২০২৩, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ১০ জানুয়ারী ২০২২ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১১ জানুয়ারী ২০২৩ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

ঢাকা	ঢাকা	০০	২৮.২	১৩.৯	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৯.০	১৫.৬
	টাঙ্গাইল	০০	২৬.৮	১০.৫		সন্দ্বীপ	০০	২৯.৬	১৬.০
	ফরিদপুর	০০	২৭.২	১০.৬		সীতাকুন্ড	০০	৩০.০	১৩.৭
	মাদারীপুর	০০	২৬.৫	১১.০		রাঙ্গামাটি	০০	২৯.০	১৩.৭
	গোপালগঞ্জ	০০	২৬.৯	১২.৭		কুমিল্লা	০০	২৯.৫	১৩.৪
	নিক্‌লি	০০	২৭.৫	১১.৬		চাঁদপুর	০০	২৮.৬	১৪.৪
						মাইজদীকোর্ট	০০	২৮.৫	১৬.০
রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৬.৬	০৭.৮		ফেনী	০০	৩০.৩	১৩.০
	ঈশ্বরদী	০০	২৬.১	০৭.৮		হাতিয়া	০০	২৯.৬	XX
	বগুড়া	০০	২৬.২	০৯.০		কক্সবাজার	০০	৩০.২	১৬.৬
	বদলগাছী	০০	২৫.৫	০৮.০		কুতুবদিয়া	০০	২৭.৬	১৬.০
	তাড়াশ	০০	২৪.৫	০৮.৮		টেকনাফ	০০	৩০.১	১৫.০
রংপুর	রংপুর	০০	২৬.৭	০৮.৫	খুলনা	খুলনা	০০	২৭.০	১১.৮
	দিনাজপুর	০০	২৩.৭	০৮.০		মংলা	০০	২৭.২	১২.৬
	সৈয়দপুর	০০	২৬.৩	০৮.০		সাতক্ষীরা	০০	২৬.৩	১১.৩
	তেঁতুলিয়া	০০	২২.২	০৮.১		যশোর	০০	২৭.৪	০৯.৬
	ডিমলা	০০	২৫.৪	০৯.০		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৬.০	০৮.০
	রাজারহাট	০০	২৬.৫	০৮.৪		কুমারখালী	০০	২৫.৬	১০.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৭.৫	১১.৪	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৮.৮	১০.৫
	নেত্রকোনা	০০	২৮.২	১২.৪		পটুয়াখালী	০০	২৯.০	১৩.০
						খেপুপাড়া	০০	২৯.৫	১২.২
সিলেট	সিলেট	০০	২৯.৭	১৪.৯		ভোলা	০০	২৯.২	১০.৮
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩০.২	১০.৯					

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ২.০০ ঘন্টা ছিল।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ১.৫০ মি: মি: ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

পূর্বাভাস: অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশা: মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকায় মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা এবং দেশের অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

শৈত্য প্রবাহ: যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১০ জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

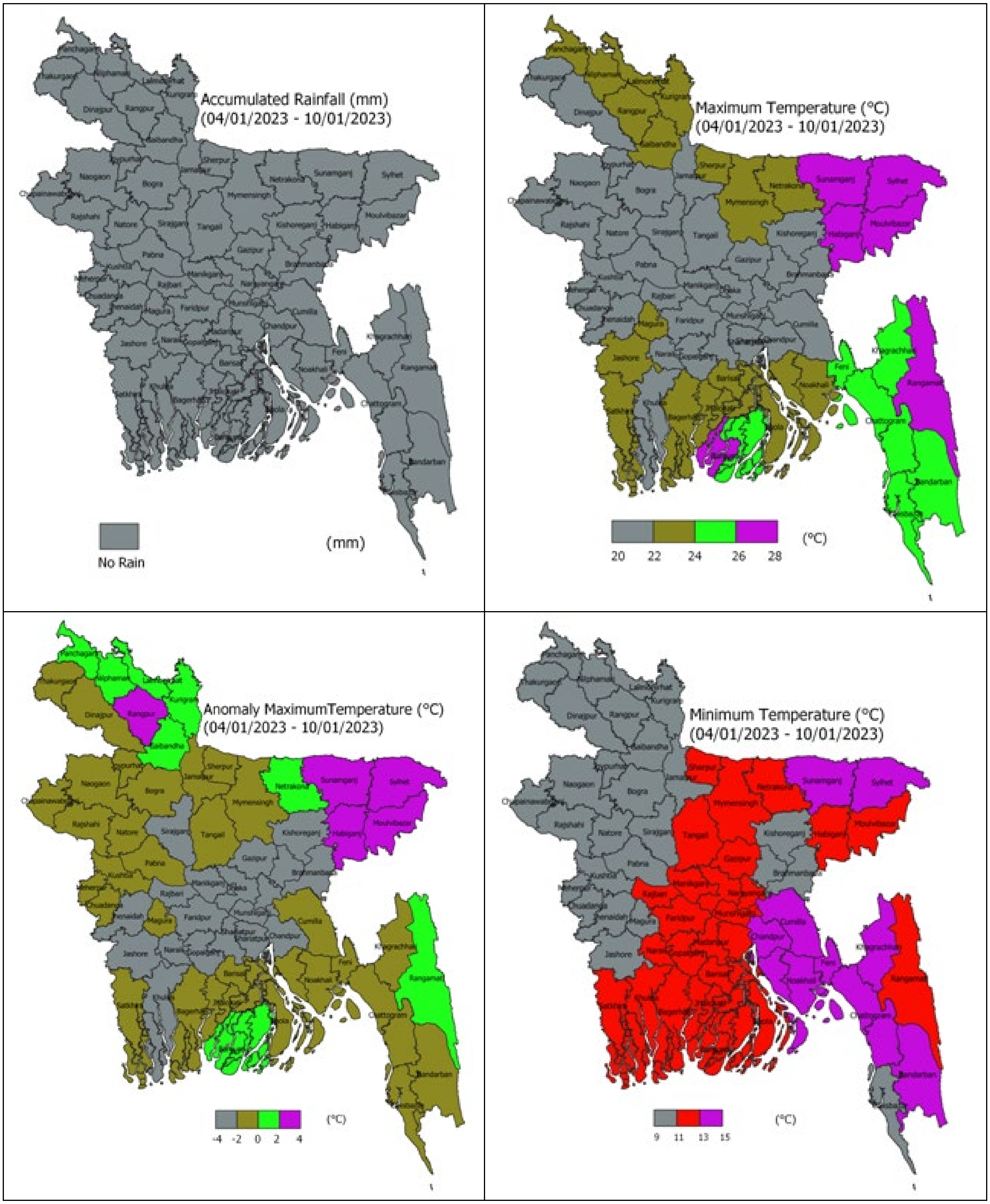

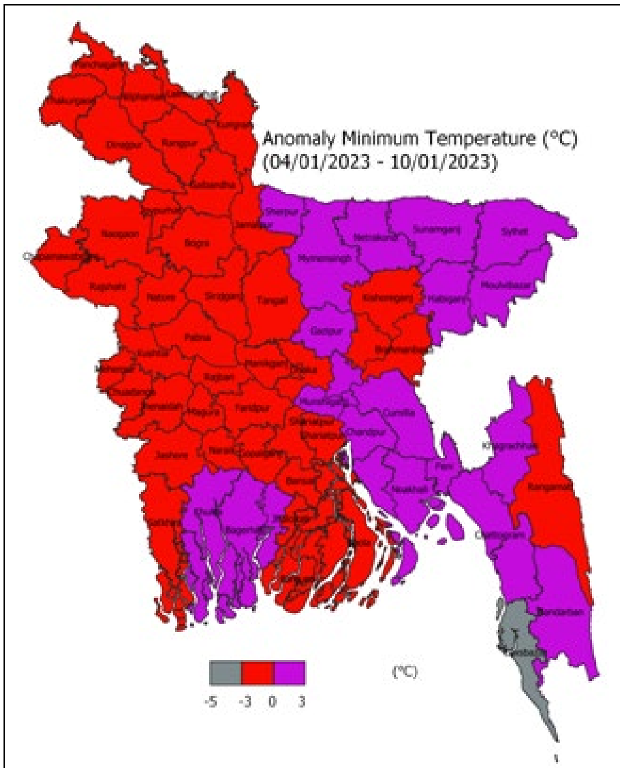
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(04/01/2023 - 10/01/2023)
(°C)
-5 -3 0 3

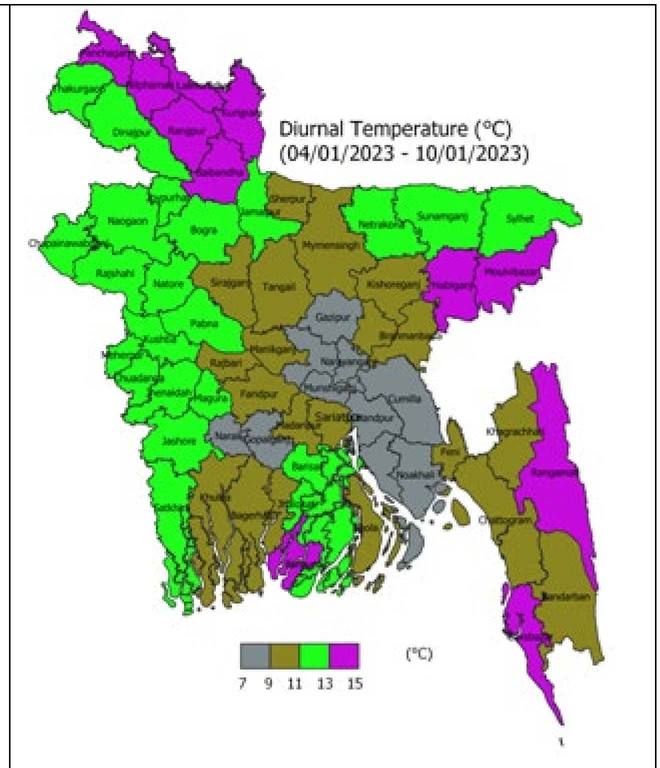
Diurnal Temperature (°C)
(04/01/2023 - 10/01/2023)
(°C)
7 9 11 13 15

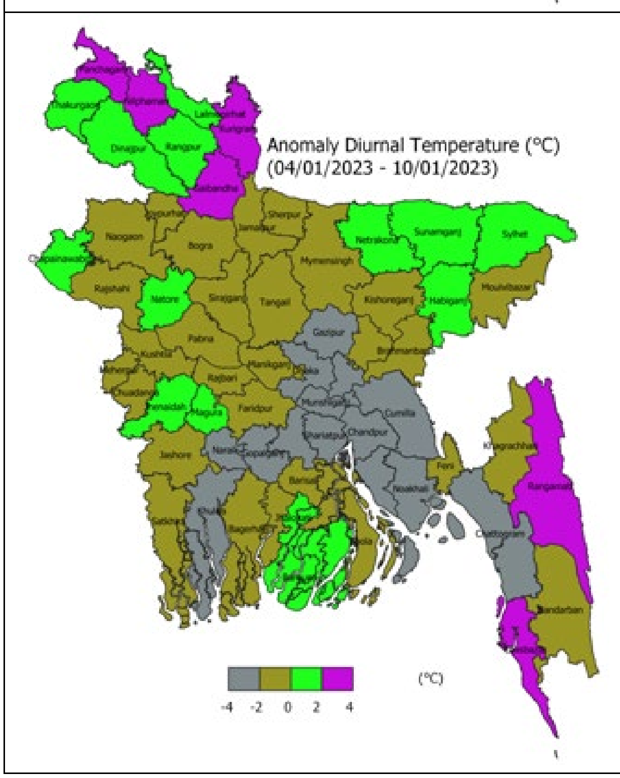
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(04/01/2023 - 10/01/2023)
(°C)
-4 -2 0 2 4

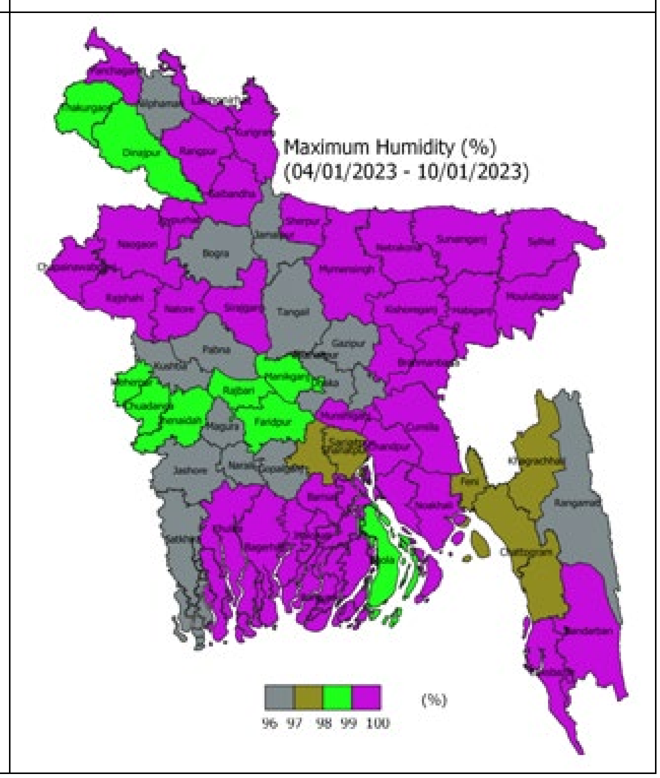
Maximum Humidity (%)
(04/01/2023 - 10/01/2023)
(%)
96 97 98 99 100

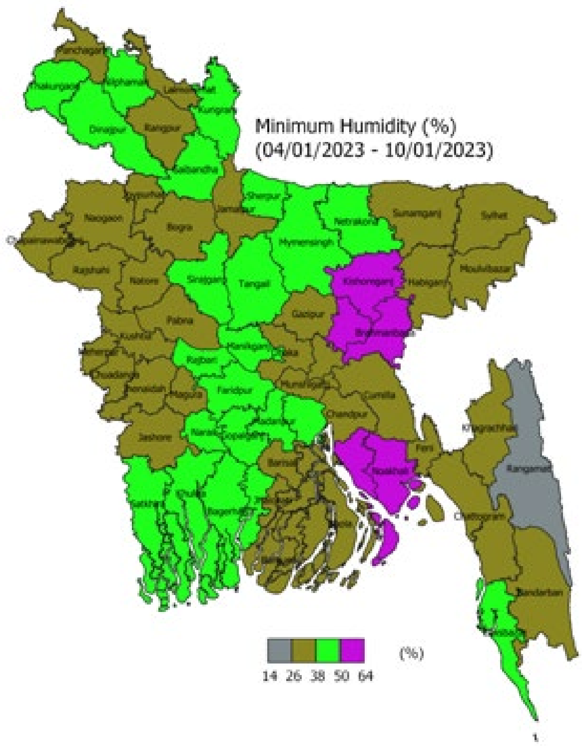
Minimum Humidity (%)
(04/01/2023 - 10/01/2023)
14 26 38 50 64
(%)

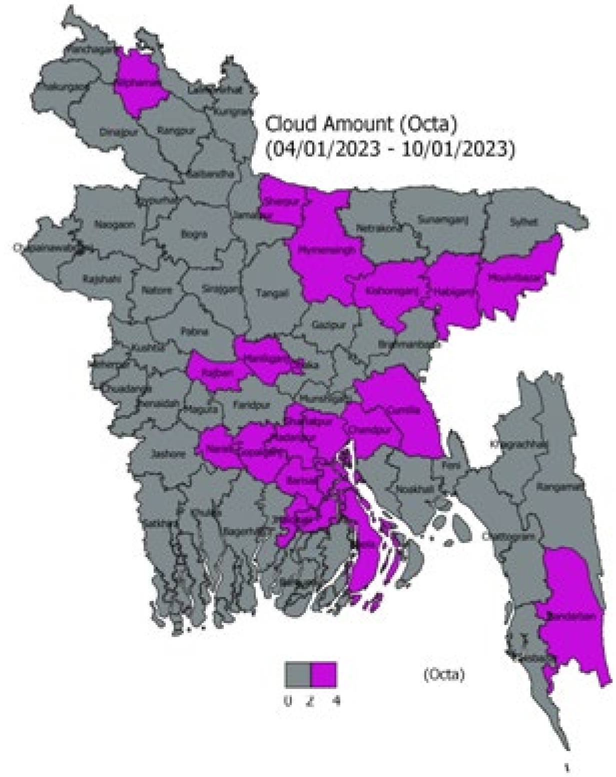
Cloud Amount (Octa)
(04/01/2023 - 10/01/2023)
0 2 4
(Octa)

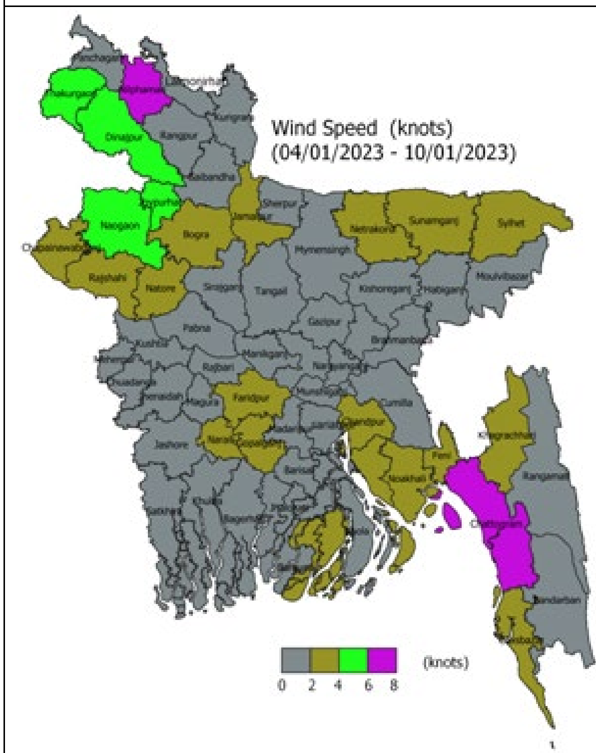
Wind Speed (knots)
(04/01/2023 - 10/01/2023)
0 2 4 6 8
(knots)

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ০৮/০১/২০২৩ হতে ১৪/০১/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত:

- এই সময় সারা দেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময়ের শেষেরদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলের দুই- এক জায়গায় হালকা/ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হতে পারে।
- এ সময়ে মধ্য রাত থেকে সকাল/দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিরাজ করতে পারে।
- এ সময় দেশের কোথাও কোথাও মৃদু থেকে মাঝারি ধরণের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যেতে পারে।
- এই সময়ের প্রথমার্ধে সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং দ্বিতীয়ার্ধে সামান্য কমতে পারে।
- এ সময় সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১১ জানুয়ারী হতে ১৫ জানুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত)

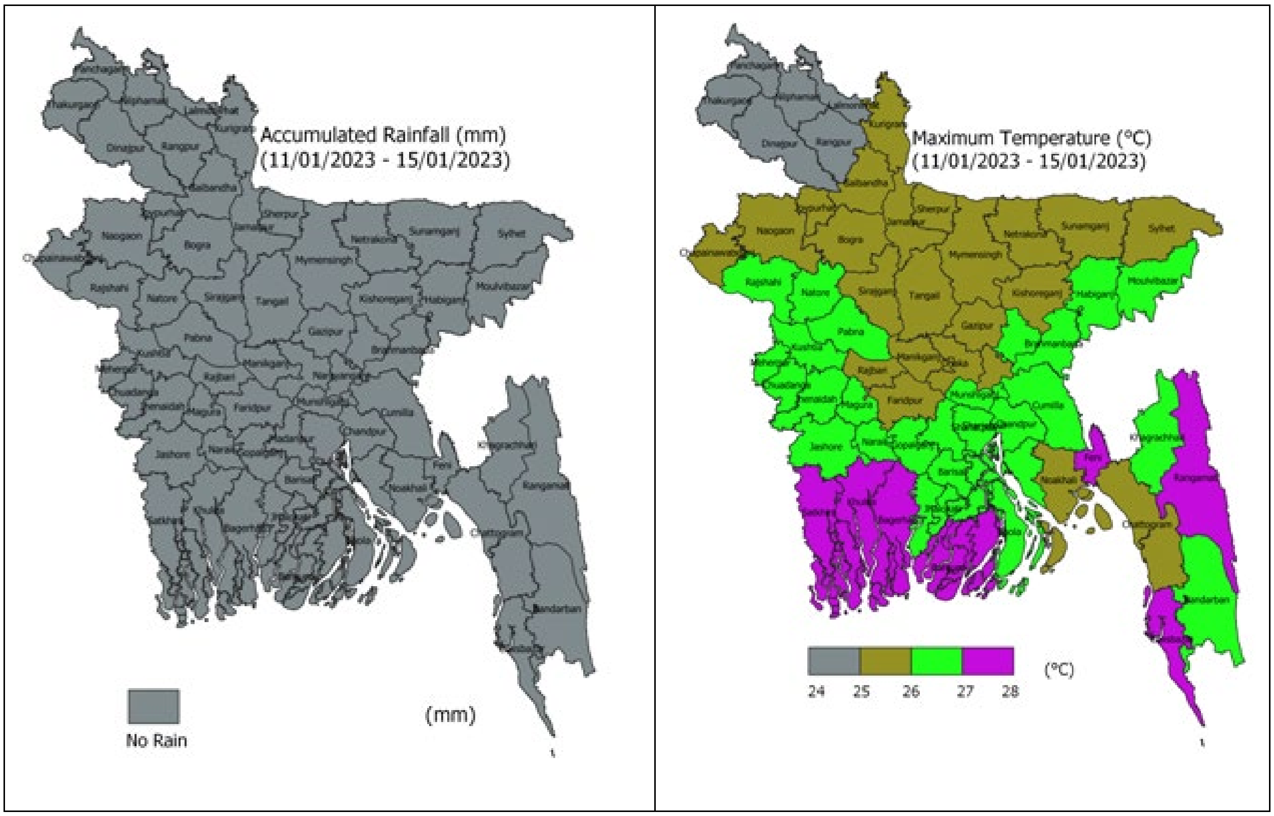

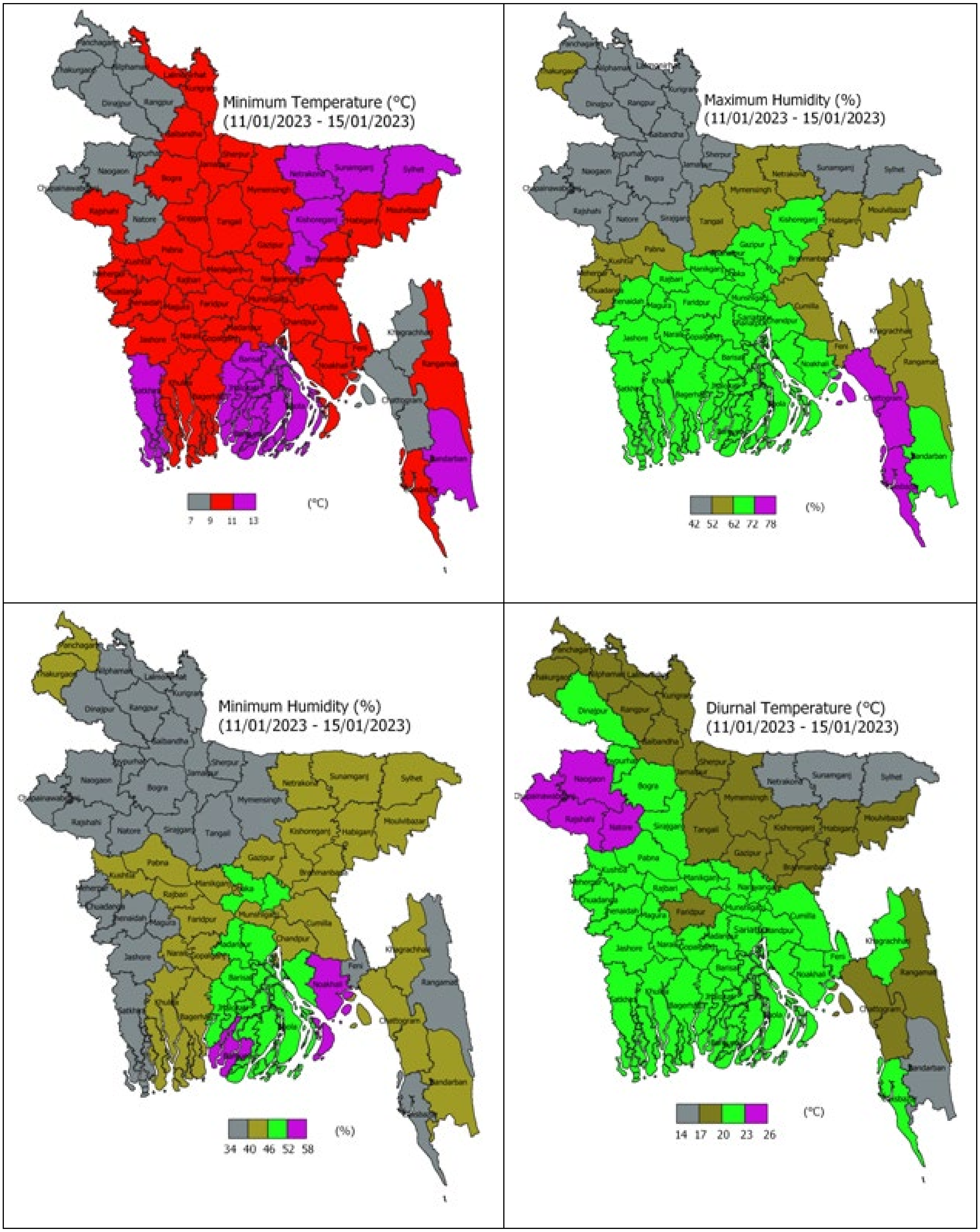
Minimum Temperature (°C)
(11/01/2023 - 15/01/2023)
7 9 11 13
(°C)
Maximum Humidity (%)
(11/01/2023 - 15/01/2023)
42 52 62 72 78
(%)
Minimum Humidity (%)
(11/01/2023 - 15/01/2023)
34 40 46 52 58
(%)
Diurnal Temperature (°C)
(11/01/2023 - 15/01/2023)
14 17 20 23 26
(°C)

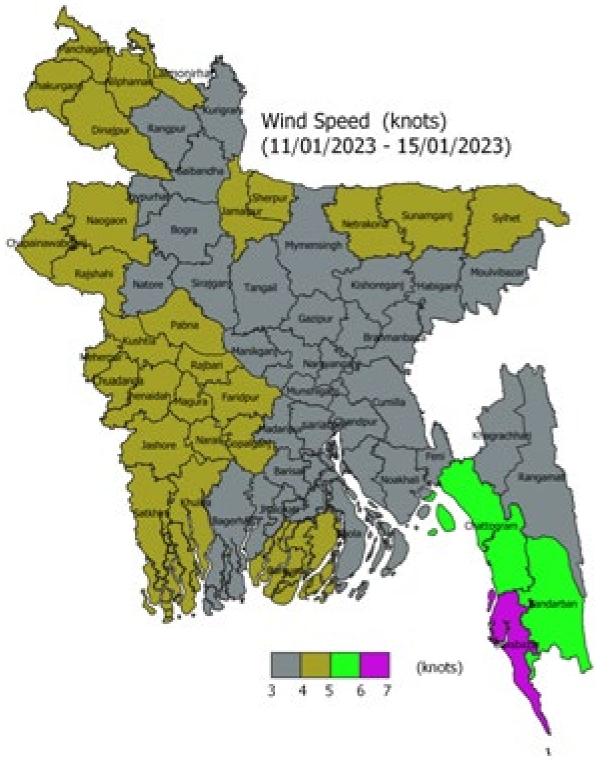
Wind Speed (knots)
(11/01/2023 - 15/01/2023)
Dinajpur
Rangpur
Naogaon
Bogra
Rajshahi
Natore
Sherpur
Mymensingh
Netrakona
Sunamganj
Sylhet
Moulvibazar
Tangail
Gazipur
Pabna
Rajbari
Faridpur
Jashore
Cumilla
Noakhali
Feni
Barisal
Rangamati
Chattogram
Bandarban
3 4 5 6 7
(knots)

Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 1 (01 January-07 January) over Agricultural regions of Bangladesh

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 1 (01 January-07 January) over Agricultural regions of Bangladesh

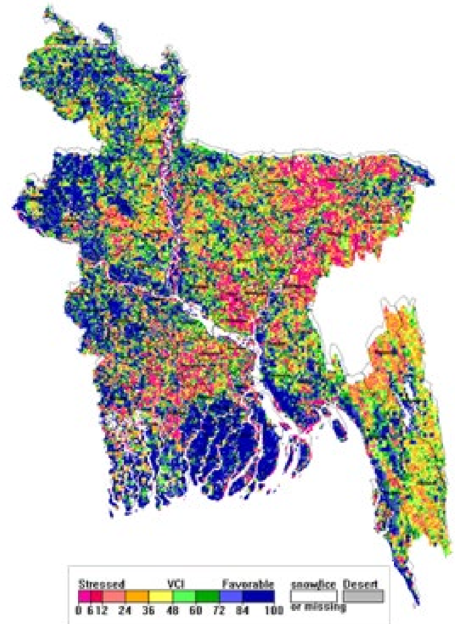

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 1 (01 January-07 January) over Agricultural regions of Bangladesh

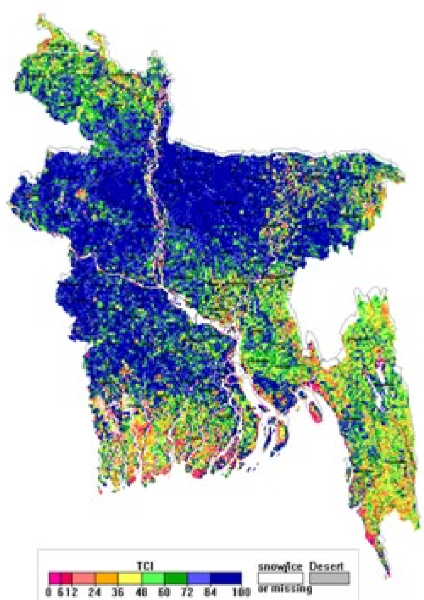

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 1 (01 January-07 January) over Agricultural regions of Bangladesh

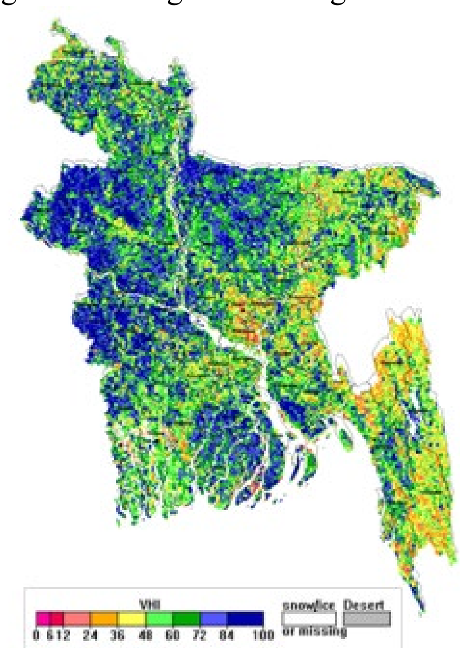

<u>মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ</u>

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কোন জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: **রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)**

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** চারা রোপণ
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- প্রতি ২-২.৫ শতাংশ জমিতে পার্চিং হিসাবে একটি শাখা যুক্ত বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিন।
- বোরো ধান রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: **রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)**

গম

- **পর্যায়:** দানা গঠন
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে, নাটিভো-৭৫ ডব্লিউজি ৬.০গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এ পর্যায়ে ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৩য় সেচ প্রদান করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: **দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)**

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: **বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)**

গম

- **পর্যায়**: অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানিরয়াট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়**: বীজতলা
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন।
- প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা রাতে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং সকালে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

সিলেট অঞ্চল (জেলাসমূহ: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)

গম

- **পর্যায়**: অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়**: কুশি গজানো
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়**: অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমাণ মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)

ধান বোরো

- **পর্যায়**: কুশি গজানো
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিণত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রুপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।

- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

বরিশাল অঞ্চল (জেলাসমূহ: **বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)**

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানিরয়াট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।

- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়**: কুশি গজানো
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষন প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিনত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ: **যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)**

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- চারা ঘন থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলা করুন।
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানিরয়াট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।

- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** বীজতলা
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন।
- প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা রাতে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং সকালে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

ফরিদপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: **ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)**

গম

- **পর্যায়**: অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষন প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিনত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।

- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। কাজেই গবাদি পশুকে চালার নীচে রাখুন।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষন প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিনত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।

- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।

- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

চট্রগ্রাম অঞ্চল (জেলাসমূহ: **চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)**

ধান বোরো

- **পর্যায়**: কুশি গজানো
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষন প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিনত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।

- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

কুমিল্লা অঞ্চল (জেলাসমূহ: **কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া)**

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষন প্রয়োজন।
- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিনত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।

- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহ: **খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)**

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানিরাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** বীজতলা
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা নিন| উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা করা যেতে পারে।
- দুই বীজতলার মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য এবং প্রয়োজনে সার/ওষুধ প্রয়োগে কাজে লাগবে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন।
- প্রয়োজনে বীজ শোধন করে নিন এতে রোগ বালাই এর উপদ্রব কম হবে।
- পাখি যাতে বীজতলার বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- চারা গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমি পানি রাখুন যাতে আগাছা এবং পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া প্রয়োগে সমাধান না হলে প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা রাতে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং সকালে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতার কারণে আমে শুটি মোল্ড রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ফসফামিডন ও ৫% ময়দা মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)

ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: **ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)**

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ভালো ফলনের জন্য বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (শীষ বের হওয়ার সময়) ২য় সেচ প্রদান করুন।
- গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা গেলে প্রতি শতাংশে ১.০ কেজি হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুর দমনে প্রতি গর্তের মুখে ২% জিংক ফসফাইড বা লানির‍্যাট ৩-৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক ৪.০মিলি/লি: হারে পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যা বেলায় মাটিতে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- এ সময়ে ক্ষেতে মাজরা পোকা ও পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। সে জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষন প্রয়োজন।

- পোকা দেখা গেলে হাতজাল দিয়ে পরিনত/বয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে অথবা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- পরিণত মথকে আকৃষ্ট ও দমন করার জন্য বিঘা প্রতি ২টি করে ফেরোমন ট্রাপ স্থাপন করুন।এ ছাড়া পোকা দমনের জন্য হেক্টর প্রতি ১০কেজি কার্বোফুরান ৫জি অথবা ডায়াজিনন ১০জি ১৭ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- হালকা কুয়াশা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারনে ব্লাস্ট এবং বাদামি দাগ রোগের অক্রমন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ট্রপার (Trooper) ৬.০ গ্রাম/লি: অথবা নাটিভো ৬.০ গ্রাম/লি: পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২বার স্প্রে করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিবার ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত করুন। এ রোগের বাহক সাদা মাছির আধিক্য দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৩ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।
- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ দানাদার খাবার খাওয়ান।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খুরা রোগ প্রতিরোধকল্পে গবাদি পশুকে খুরা রোগের টিকা দিন।
- গবাদি পশুকে হালকা গরম পানি পান করান।
- গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রতিদিন খাবারের সাথে ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য লিটার/বেডিং পরিস্কার রাখুন।
- মুরগীর বসন্ত রোগের টিকা দিন।
- খোয়াড়ের মুরগী সকালে একটু দেরিতে ছাড়ুন এবং সন্ধ্যায় খোয়াড়ের দরজা বন্ধ করুন।

মৎস্য

- বেশি পরিমান মাছ থাকলে মাছের ঘনত্ব কমিয়ে দিন/ অন্য পুকুরে স্থানান্তর করুন।
- নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পুকুরে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন। (২৫০-৫০০ গ্রাম/ শতাংশ)